হ্যানোভারের ষষ্ঠ বাংলাদেশ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অভিনেত্রী শমী কায়সার

জার্মানিতে 'বিশ্বায়ন এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক ষষ্ঠ বাংলাদেশ সম্মেলন

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ শীর্ষক ষষ্ঠ বাংলাদেশ সম্মেলনে সারা জার্মানি এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাঙালি সমাজের সচেতন অংশ এবারও ছুটে এলেন হ্যানোভারের সবুজ বনানী ঘেরা যুব-অতিথিশালায়। তিন দিনের সম্মেলনে সিরিয়াস দেশ ভাবনার পাশাপাশি অভিনয়, আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল অন্যতম আকর্ষণ।

ষষ্ঠ সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ'। সমসাময়িক আটটি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন পঞ্চাশ জনেরও বেশি। এদের মধ্যে ছিলেন জার্মানির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন, সুইডেন বেলজিয়াম ও হল্যান্ড থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

২৮ থেকে ৩০ জুন হ্যানোভারের মূল সম্মেলন ছাড়াও ৪ জুলাই বার্লিন শহরে একটি আলোচনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রবাসী বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আসা অতিথিগণ এবং উৎসাহী জার্মান নাগরিকরা অংশ নেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমজীবী মহিলা শ্রমিকদের ওপর শোষণ নির্যাতন ও সংগ্রামের প্রামাণ্যচিত্র ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি 'আলোর চিঠি' প্রদর্শিত হয়। এ পর্বের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হল্যান্ড থেকে আগত অতিথি পিটার কাস্টারস। তাকে সহযোগিতা করেন সুনীল দাশগুপ্ত।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'ঋণদাতার দৃষ্টিতে ঋণ মুক্তির শর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. উলফগ্যাঙ সিনগেল। বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা এর ভেতর ও বাইরের সংকট কিভাবে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন করছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর 'বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব ও টেক্সটাইলের মহিলা শ্রমিক' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা ড. পেট্রা ডানেকার।

এরপর বাংলাদেশ থেকে আগত বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই পর্বের সভাপতিত্ব করেন ড. গোলাম আবু জাকারিয়া।

মধ্যাহ্নভোজের পর শুরু হয় তিনটি কর্মশালা : 'জার্মান দৃষ্টিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন' বিষয়ক কর্মশালাটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. উলফগ্যাঙ পেটার সিনগেল এবং সভাপতিত্ব করেন ভুজবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষিকা ড. আর্নে মোলার। 'মানবাধিকার এবং ঋণ মুক্তির শর্ত' বিষয়ক কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ড. পেট্রা ডানেকার, কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্লিনের সাউথ এশিয়ান ফোরামের মীর মোনাজুল হক। 'বিশ্বায়ন এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এর প্রভাব' শীর্ষক কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ড. আনিসুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ড. আর করিম খন্দকার।

'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মিডিয়াতে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী শমী কায়সার। তিনি তার প্রবন্ধে বাংলাদেশের মিডিয়া ব্যবস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন আইনগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এরপর সম্মেলনের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিচিত্রানুষ্ঠান।

সম্মেলনের শেষ দিনে রোববারের সম্মিলিত আলোচনার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশে মৌলবাদ, যুদ্ধাপরাধী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীদের সহযোগিতা ও কর্মপন্থা'। এতে বক্তব্য রাখেন নির্মূল কমিটির যুক্তরাজ্য শাখার আনসার আহমেদ উল্লাহ, দিনার হোসেন, সুইডেন শাখার সভাপতি মোস্তফা জামিল, হল্যান্ড শাখার সভাপতি খোকন শরিফ, বেলজিয়ামের যুদ্ধাপরাধী বিষয়ক কর্মী ব্যারিস্টার জিয়াউদ্দিন আহমেদ, জার্মান শাখার সরাফ উদ্দিন আহমেদ এবং মাকসুদুল আলম অপু। বক্তারা প্রবাসে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদ ও যুদ্ধাপরাধমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার বিবরণ দেন।

কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেসের যাত্রা

আধুনিক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে আহছানিয়া মিশনের কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজের যাত্রা শুরু হয়েছে। কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। গত ৫ আগস্ট ধানমন্ডিতে আহছানিয়া মিশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় কলেজ কর্তৃপক্ষ আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। কলেজে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় আহছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ফারুক, মিশনের বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজের পরিচালক ড. গোলাম মঈনুদ্দীন, খান বাহাদুর আহছানউল্লা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফ আলী, আহছানিয়া মিশনের গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। কলেজ প্রাঙ্গণে বক্তারা বলেন, কলেজে পাঠ্য কারিকুলামের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মানবিক শিক্ষাও দেয়া হবে। যাতে তারা দেশের প্রকৃত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। টিউশন ফিস বেশি নির্ধারণ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কর্তৃপক্ষ বলেন, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করতে হলে খরচ করতে হবে। খরচের এ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজে গরিব মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ দেয়া হবে বলে তারা জানান।

দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা

সচেতন নাগরিক কমিটি, মধুপুর এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমধর্মী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। মধুপুর ডিগ্রি কলেজে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বিতর্কে মোট ৫টি দল অংশ নেয়। এতে বিজয়ী দলগুলো হচ্ছে: স্কুল পর্যায়ে রাণী ভবানী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মধুপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে মধুপুর ডিগ্রি কলেজ। অংশগ্রহণকারী অন্য দলগুলো হচ্ছে– মধুপুর আদর্শ মাদ্রাসা, শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিতর্কের বিষয়গুলো ছিল- দুর্নীতি দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়; নৈতিক অবক্ষয়ই দুর্নীতির প্রধান কারণ; দুর্নীতি সুশাসনের প্রধান অন্তরায়। তিনটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মধুপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হেকমত আলী, রাণী ভবানী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোঃ আব্দুল জলিল। পুরো বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক গোলাম ছামদানী। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র কর্মসূচি কর্মকর্তা একরাম হোসেন, বাপ্পু ছিদ্দিকী এবং অধ্যাপক মতিয়ার রহমান। স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং শত শত ছাত্র-ছাত্রী এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্বে ধনবাড়ী আছিয়া হাসান আলী গার্লস কলেজ এবং ধনবাড়ী ডিগ্রি কলেজ অংশ নেবে। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে রক্ষা, দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততা, নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহার চেতনায় উদ্দীপ্ত করার জন্য একটি নতুন জাগরণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সচেতন নাগরিক কমিটি এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

পিআরএসপি নিয়ে আলোচনা

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান দেশের ১৫ বছর মেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কৌশলপত্র জাতীয় সংসদে উত্থাপনের দাবি করেছে। স্থানীয় একটি হোটেলে ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ দাবি করেন। তারা পিআরএসপিকে আরো গণমুখী ও বাস্তবধর্মী করে তোলার আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সচিব রেজাউল করিম রেজা, সহকারী সচিব এএইচএম বজলুর রহমান, জিয়াউল হক মুক্তা, অ্যাকশন এইডের এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তা ফায়েজুর রহমান। সভায় নেতৃবৃন্দ জানান, আগামীতে দেশের ৪৫টি জেলায় পিআরএসপি নিয়ে মুক্ত আলোচনা হবে। এ আলোচনায় জেলাগুলোর সমস্যাও তুলে আনা হবে। এ সমস্যা সমাধানে পিআরএসপিতে সংযুক্ত করতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হবে।

টোটাল গ্যাসের এমএসও-দের প্রথম জাতীয় সম্মেলন

বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী কোম্পানি টোটালফিনাএলফ সম্প্রতি রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে দিনব্যাপী এমএসও (মোবাইল সেলস অফিসার)-দের প্রশিক্ষণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সব জেলা থেকে প্রায় ১৪০ জনেরও বেশি মোবাইল সেলস অফিসার, এরিয়া ম্যানেজার, ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর এবং এমএসও-দের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ক্যাসেড্রা লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এম.এম সিদ্দিকী, মার্কেটিং ম্যানেজার, টোটাল গ্যাস; শাকিব লোহানী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্যাসেড্রা লিমিটেড; মীর মাহমুন হাবিব, ডিরেক্টর, ক্যাসেড্রা লিমিটেড এবং অন্য সিনিয়র এক্সিকিউটিভবৃন্দ টোটালফিনাএলফ আয়োজিত এমএসও-দের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন

সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেছে বিজ্ঞাপনী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাসেড্রা লিমিটেড, যারা বর্তমানে শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক কোম্পানি, জনসন এন্ড জনসন, প্লানেট ফ্যাশন, গ্রজ বেকার্ট এবং স্বনামধন্য দেশীয় কোম্পানি, অপসোনিন ফার্মা, জায়ান্ট গ্রুপ, অগ্রণী ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং রিয়েল এস্টেট, টেক্সমার্ট প্রভৃতি কোম্পানির সংস্থা হিসেবে কর্মরত।

টিকাদান কর্মসূচি

দেশে পোলিও নির্মূলের লক্ষ্যে ১০ আগস্ট ২০০২ পালিত হয় বিশেষ টিকা দিবসের প্রথম রাউন্ড। এ উপলক্ষে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকাস্থ নাবিক কলোনিতে পোলিও টিকা খাওয়ানোর এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ দিবসে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের নৌ সদস্যদের শিশু ও বেসামরিক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। নৌ বাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের সভানেত্রী বেগম নাইমা মুজতবা শিশুদেরকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

নৌ বাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের সভানেত্রী বেগম নাইমা মুজতবা একটি শিশুকে টিকা খাওয়াচ্ছেন